প্র বা স জী ব ন

সা • ফা • ত

শুধু একটি চিঠি

স্বজনহীন দুঃসহ প্রবাস জীবন। কিন্তু স্বদেশ থেকে আসা একটি চিঠি সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেয়... লিখেছেন
কুয়েত থেকে **শাহীন চৌধুরী**

সারা দিনের কর্ম ব্যস্ততা সেরে যখন বাসায় ফিরে শুনি একটি চিঠি এসেছে তখন আর কোনো ক্লান্তি থাকে না। মা-বাবা, ভাই-বোন কিংবা বন্ধু যার চিঠিই হোক, প্রবাসীদের কাছে একটি চিঠি কতটা আনন্দের তা একমাত্র প্রবাসীরাই উপলব্ধি করতে পারে। দেশ থেকে যখন চিঠি আসে, জানতে পারি মা-বাবা সুখে আছে, কারও অসুখ নেই, ছোট ভাই-বোন নিয়মিত লেখাপড়া করছে তখন খুশির অন্ত থাকে না। কাজে উৎসাহ বাড়ে। আর যখন চিঠি পড়ে জানতে পারি বাড়ির কেউ অসুস্থ, মনোমালিন্য হয়েছে কিংবা পাঠানো টাকা কাজে লাগেনি, তখন কোনো কাজে মন বসে না। বাড়িতে চিঠি লেখার প্রতি থাকে অনাগ্রহ। কারণ ৩-৪ মাস পর পর বাড়ির একটা চিঠি পাই। তারা হয়তো ভাবে প্রবাসে আমরা রাজার হালে থাকি, প্রতি মাসে লাখ টাকা উপার্জন করি। কিন্তু দেশের বাড়িতে মা-বাবার হাতে দু'মুঠো ডাল-ভাত খাওয়া বিদেশে দুম্বার মাংস, বাশমতি চালের ভাত খাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। আপনজনেরা বুঝতে চায় না, হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমরা পয়সা উপার্জন করি। হায়রে প্রবাস! বাড়িতে টাকা পাঠিয়েও যখন ২-৩ মাসে চিঠির উত্তর না আসে তখন মনকে স্থির রাখা যায় না। তখন অশান্ত মন চায় চিঠিপত্র, টাকা-পয়সা পাঠানো বন্ধ করে দেই। সময় চলে তার নিজস্ব গতিতে কিন্তু আমাদের কষ্টের পালা আর ফুরায় না। প্রবাস মানেই আনন্দ, ফুর্তি কিংবা লাখ টাকা উপার্জনের মাধ্যম নয়। সত্যিকার অর্থে স্বজনহীন কঠোর পরিশ্রমের জীবন। বাবা কি জানেন না তার ছেলে একটি চিঠির আশায় পথ পানে চেয়ে থাকে। দুঃখিনী মা কি বোঝেন না তার ছেলে পত্র না পেলে অস্থির থাকে। তারপরও আমরা প্রবাসীরা ভালো আছি। কেবল অপেক্ষায় থাকি কবে আসবে দেশের চিঠি।

কা • ও • য়া • সা • কি

বদলে দিয়েছে বিশ্ব

১১ সেপ্টেম্বরের পর মুসলমানদের সম্পর্কে সারা বিশ্বে এক বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইসলাম কোনো সন্ত্রাস অনুমোদন করে না

পরিচিত পরিবেশটা আজকাল কেমন যেন অচেনা মনে হয়। আমরা মুসলমান, কেউ আগের মতো আমাদেরকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। ১১ সেপ্টেম্বর সবকিছুই বদলে দিয়েছে। কোনো মুসলমান এ ঘটনায় জড়িত থাকলে তারা ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটি করেছে। মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, পৃথিবী নামক গ্রহে মুসলমানরাই সবচেয়ে দরিদ্রতম ও পরনির্ভশীল জীবন ব্যবস্থায় লালিত হচ্ছে। আর এর প্রধানতম কারণগুলো হচ্ছে প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, অশিক্ষা, আলস্য, মিথ্যা অহমিকা, পারস্পরিক হানাহানি এবং অবিশ্বাস। আমাদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-প্রযুক্তি, দৈব-দুর্বিপাকে পাশ্চাত্য নির্ভরতার কোনো বিকল্প তৈরি না করে ঢালাওভাবে অপর সভ্যতাগুলোকে গালমন্দ করা আত্মহননেরই নামান্তর।

পৃথিবীর প্রধানতম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের প্রায় অর্ধকোটি মানুষ জীবন আর জীবিকার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বিগত ১১ সেপ্টেম্বর এদের অধিকাংশের জীবনেই নতুন অশনিসংকেত বয়ে এনেছে। এতোদিন আমরা নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়ের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে স্ব-স্ব পেশায় নির্বিঘ্নেই ছিলাম। বলতে দ্বিধা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, কানাডা প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশীরা সবচাইতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মেধা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ মূল্যায়ন পেয়ে এসেছেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের সমধর্মাবলম্বী দেশগুলোতে আমাদের পরিচয় মিসকিন রূপে। অশিক্ষাজনিত মিথ্যা অহমিকার কুফলটা তো এখানেই। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের উদারনৈতিক ও ধর্মসহিষ্ণু অবস্থানটাকে সুস্পষ্ট করতে হবে। অমুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশীদের অবস্থান নানা প্রতিকূলতায় ক্রমশ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ধাবিত হচ্ছে এবং আসছে দিনগুলোতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ইসলামী জোটের সদস্য হলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপট ভিন্নতর। আমরা আশা করবো নীতিনির্ধারকরা জাতীয় স্বার্থটাকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখবেন। সরকারকে রাজনৈতিক-ভাবেই প্রবাসীদের নিরাপত্তায় এগিয়ে আসতে হবে। কালবিলম্ব না করে বিদেশে অবস্থিত আমাদের মিশনগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনায় পাঠালে এবং প্রধান দেশগুলোতে বিশেষ প্রতিনিধিদল প্রেরণ অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

M.A. Subhan , Kawasaki-Japan

**'দেশের চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে নেতা,
ঔষধ কোথায় দেবো যদি সর্বাঙ্গে হয় ব্যথা'?**

এটাই যখন অসুস্থ রাজনীতির মূলকথা হয়, তখন মন্তব্য করার কিছুই থাকে না। আমাদের রাজনীতি আর রাজনীতির 'বান্দর'-গণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন ছোটদের কাগজ শিশু সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯ইং) বিজয়ী ছড়াকার বদরুল বোরহান তার রাজনৈতিক ছড়াগ্রন্থ **'মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন'**-এ। একুশের বই মেলায় **অনুপম প্রকাশনী'র** স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত
বদরুল বোরহানের প্রথম ছড়াগ্রন্থ **'মিল-অমিল'** পাবেন শিশু একাডেমী স্টলে।

টো • কি • ও

প্রাচীন শহর নারা

জাপানের প্রাচীন সভ্যতা বহনকারী শহরগুলোর মধ্যে নারা অন্যতম। প্রতিদিন অসংখ্য ট্যুরিস্ট এখানে আসেন তা দেখতে

ঐতিহ্যবাহী তোদাই টেমপেল

জাপানের জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এনএইচকে একটা সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম দেখায় 'রুট অব জাপানীজ। জাপানিদের শেকড়ের সন্ধান। এতে বিশ হাজার বছরের পুরনো হাঁড়, ডি.এন.এসহ তখনকার মানুষের জীবনযাত্রার নানা উপকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখানো হয়। বিশ্ব সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৮ সালে যেসব ঐতিহ্যকে শনাক্ত করা হয়, জাপানে তেমন প্রচুর সম্পদ অত্যন্ত যত্নে রাখা বা সংরক্ষণ করা হচ্ছে হাজার বছর ধরে। আজো পৃথিবীর বহু পর্যটক ভিড় জমায় জাপানের সুপ্রাচীন শহর নারা, প্রাচীন রাজধানী খিওতো, নাগানোসহ বিভিন্ন জেলায়।

নববর্ষ উপলক্ষে এক সাপ্তাহের ছুটি পেয়ে আমরাও গেলাম নারায়। দেখলাম, আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বের বিভিন্ন আঙ্গিকে বুদ্ধদেবের কাঠের, পাথরের মূর্তি, তার অনুসারী যারা ছিলেন তাদের মূর্তি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ কাঠের ঘর। যার উচ্চতা ৪৮ মিটার। এই ঘরের মধ্যেই প্রাচীন জাপানের গর্ব ১৫ মিটার উঁচু বুদ্ধদেবের ব্রোঞ্জের মূর্তি। এর জাপানি নাম টোদাই বুৎ সুদেন, অর্থাৎ বড় মূর্তির ঘর। এ ঘর দ্বিতীয়বার পুড়ে যাওয়ার পর ১৭০০ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্পূর্ণ প্রাচীন নকশায় পূর্বের আঙ্গিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জাপানের প্রাচীন বৃহত্তম এবং উঁচু ঘর ছিল সীমানে জেলায়, যার নাম ইজমে দাইসা। যা তৈরি করেছিল দু'হাজার বছর আগে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ কাঠের ঘর এখন নারার এই টোদাই বুৎসু দেন।

জাপানের বিখ্যাত পর্যটন স্থান এই নারায় যা কিছু আছে সবই দর্শনীয়। পুরো জাপানের মধ্যে যতগুলো সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ আছে তার ১০%-এর কিছু বেশি শুধু এ নারায়। আর তাই মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসকারীরাও এই নারা এবং খিওতোকে আণবিক বোমা বর্ষণের তালিকা থেকে বাদ রেখেছিলেন।

নারা জাপানের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বহনকারী শহর যার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে বহু মন্দির সুরাইন, টেমপেল। শহরের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে নারা পাক। এখানে হাজারো হরিণ মুক্তভাবে ঘুরছে। পুরোহিতদের বিশ্বাস ইন্ডিয়া থেকে সিল্ক রোড হয়ে চীনের ভেতর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম যখন জাপানে প্রবেশ করে তখন মুণি-ঋষিদের কেউ নাকি হরিণের পিঠে চড়ে এসেছে এই নারায়। যদিও এ কথার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। নারা পার্কের মধ্যেই একটা হলো কাছগাদাইসা। এই কাছগাদাইসার পুরোহিতের বাহন ছিল শ্বেত হরিণ। যদিও এখন সাদা হরিণ নেই। এখানে হরিণ মারা তো দূরের কথা, ভয় দেখানোও আইনগত অপরাধ। নারা পার্কের ভেতরেই অবস্থিত নারা ন্যাশনাল মিউজিয়াম, যা দেখলে ঢাকা মিউজিয়ামের অনিয়ম-অবহেলা মনে পড়ে। এবং তুলনা করা যায় আমরা কত পিছিয়ে আছি। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও যত দেখছি ততই দেখার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে।

বাকের মাহমুদ, টোকিও, জাপান

নি • উ • ই • য় • র্ক

সেন্টারপিস পোয়েট

কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ্ সেন্টারপিস পোয়েটের সম্মানে ভূষিত হলেন

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত মার্কিনি সাহিত্য পত্রিকা মেডিসিনাল পারপাসেস লিটারারি রিভিউ ২০০১ বর্ষ শেষ সংখ্যায় সেন্টারপিস পোয়েট হিসেবে হাসান আল আব্দুল্লাহ্কে সম্মানিত করেছে। একই সঙ্গে কবির স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদে পত্রিকাটি ন'টি কবিতা প্রকাশ করে। ম্যানেজিং এডিটর, ভিয়েতনাম ভ্যাটারেন কবি টমাস এম ক্যাটারসন তার ভূমিকায় হাসানকে 'দ্য রিয়েল অব হিউম্যানিটি' বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, 'তার চিন্তা ও কবিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে।' উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ পত্রিকায় হাসানের নিজের কবিতা ও শহীদ কাদরী ও আল মাহমুদের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মেডিসিনাল পারপাসেস ১৯৯৫ সাল থেকে নিয়মিত ত্রৈমাসিক ও ২০০০ থেকে ষাণ্মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতি সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট কবিকে সেন্টারপিস পোয়েটের সম্মান দেয়া হয়। তবে নিজের কবিতার অনুবাদের জন্য সেন্টারপিস পোয়েটের প্রথম সম্মান পেলেন হাসান আল আব্দুল্লাহ্। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের কবিতার কাগজ 'শব্দগুচ্ছ' সম্পাদক হাসান আল আব্দুল্লাহ্র ছয়খানা কাব্যগ্রন্থসহ প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৯। বাংলা একাডেমী থেকে ছন্দের ওপর উল্লেখযোগ্য বই 'কবিতার ছন্দ' ছাড়াও ২০০০ সালে নিউইয়র্কের প্রকাশনা দ্য ক্রস-কালচারাল কমিউনিকেশন্স দ্বিভাষিক গ্রন্থ 'ব্রেথ অব বেঙ্গল' বের করে। আগামী বইমেলায় ঢাকার বাড পাবলিকেশন্স বের করছে তার নতুন কাব্যগ্রন্থ 'আঁধারের সমান বয়স'।

নাজনীন সীমন, নিউইয়র্ক

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.